Scotopia: বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা

শ্রেয়া সরকার
স্বাধীনগবেষক এবং প্রাক্তনছাত্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

❖ **মূল সারসংক্ষেপ :-**

'**লোকসঙ্গীত**' লোকমানস থেকে সৃষ্ট সঙ্গীত, যা সাধারণত শ্রুতি ও স্মৃতিকে নির্ভর করে বহমান থাকে। লোকসঙ্গীত হল একটি দেশ বা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে তুলে ধরার গান।

বাংলার লোকসঙ্গীত বৈচিত্র্যময়। পল্লীর শ্রমজীবী জনমানসের সংস্কারগত চিন্তা-ভাবনা, বারোমাসে তেরো পার্বণের উৎসব-অনুষ্ঠান, বিবাহ ও বিবাহ সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান, দারিদ্র্য, সমাজের অবিচার প্রভৃতি বিষয়গত বোধ ও বিভিন্ন অলৌকিক বিশ্বাসকে অবলম্বন করে গ্রামবাংলার মানুষ বিভিন্ন ধরনের লোকগান বেঁধেছে। তবে বাংলা লোকসঙ্গীতে বিশেষত লোকসংস্কারগত আচার-অনুষ্ঠানই প্রাধান্য পেয়েছে।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলার লোকসঙ্গীতকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন, যাদের মধ্যে অন্যতম হল – '**ব্যবহারিক লোকসঙ্গীত**'। এই ব্যবহারিক লোকসঙ্গীত পর্যায়ের অন্তর্গত **বিবাহ গীতিতে বা বিয়ের গানে নারীদের ভূমিকা** এক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়।

বাঙালি সমাজে হিন্দু এবং মুসলমান – উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহ স্থির হওয়া থেকে শুরু করে প্রতিটি আচারকে কেন্দ্র করে অঞ্চলবিশেষে বিভিন্ন লোকসঙ্গীত প্রচলিত রয়েছে।

এই বিবাহ সঙ্গীতগুলি মূলত **মেয়েলি সঙ্গীত।** এই মেয়েলি সঙ্গীতগুলি পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে মূলত গ্রামের মেয়ে ও মহিলারা একক বা দলবদ্ধভাবে পরিবেশন করে। তারাই এই গানের রচয়িতা, ধারক ও বাহক। বিবাহের প্রায় প্রতিটি পর্বেই এই মেয়েলি গীত পরিবেশিত হয়। এই গানগুলি আবার এলাকাভেদে, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ভেদে পৃথক হয়।

এই মেয়েলি সঙ্গীতগুলি আসলে নারীর বেঁচে থাকার ভাষা, নীরব অথচ গভীর আত্মপ্রকাশের এক উপায়; যদিও ক্রমাগত শহর ও শহুরে, আধুনিক, আভিজাত্যপূর্ণ জীবনযাত্রার ব্যপ্তি বৃদ্ধি ও গ্রামসমাজের পরিসর কমার কারণে এই মেয়েলি সঙ্গীতগুলি ক্রমশ অবলুপ্তির পথে।

- **মূল শব্দ :-** লোকসঙ্গীত – ব্যবহারিক লোকসঙ্গীত – বিয়ের গান – মেয়েলি সঙ্গীত – নারীর বেঁচে থাকার ভাষা।

Scotopia: বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

❖ ভূমিকা : -

বাঙালি সমাজে হিন্দু বা মুসলিম – উভয় সম্প্রদায়ের বিবাহের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গ রূপে যে-গানগুলি গাওয়া হয়, সেগুলি মূলত লোকসঙ্গীত, তাই বাঙালি সমাজের বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কেআলোচনা করতে গেলেসর্বপ্রথম লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা নিরূপণ করা প্রয়োজন।

'লোকসঙ্গীত' লোকমানস থেকে উদ্‌ভূত সঙ্গীত, যা সাধারণত শ্রুতি ও স্মৃতিকে নির্ভর করে বহমান থাকে। 'লোকসঙ্গীত' হল একটি দেশ বা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে তুলে ধরার গান। এটি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত থাকে এবং এর রচয়িতা বা সুরকার সাধারণত অজ্ঞাত থাকেন। লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়–

'লোকসঙ্গীত হল সাধারণ মানুষের জীবনের

আনন্দ-বেদনা, প্রেম-ভালোবাসা, ধর্মীয়

অনুভূতি, সামাজিক রীতি, সংস্কৃতি, বিশ্বাস,

লোককথা এবং ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে রচিত

এমন এক প্রাকৃতিক ও মৌলিক সঙ্গীত, যা

একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক

পরিচয় বহন করেএবং প্রজন্মান্তরে লোকমুখে

ছড়িয়ে পড়ে।'

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'লোকসঙ্গীত'-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন –

'যাহা একটি মাত্র ভাব অবলম্বন করিয়া গীত হইবার

উদ্দেশ্যে রচিত ও লোক-সমাজ কর্তৃক মৌখিক

প্রচারিত হয়, তাহাকেই লোক-গীতি**(Folk Song)**

বলে।'

['বাংলার লোক-সাহিত্য' (প্রথম খণ্ড : আলোচনা)

– ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য

(পৃষ্ঠা: ২০৬)]

লোকসঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল – এটি সহজ, সরল ও আবেগপূর্ণ হয়, যা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন, প্রেম-বিরহ, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রচিত হয়। লোকসঙ্গীত হল কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি।

Scotopia: বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

বাংলার লোকসঙ্গীত বৈচিত্র্যময়। পল্লীর শ্রমজীবী জনমানসের সংস্কারগত চিন্তা-ভাবনা, বারো মাসে তেরো পার্বণের উৎসব-অনুষ্ঠান, বিবাহ ও বিবাহ সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ঔৎসুক্য, বাংলার নিসর্গশোভা, নদী ও নৌকার রূপকাশ্রয়ী চিন্তা-চেতনা, দারিদ্র, সমাজের অন্যায়-অবিচার প্রভৃতি বিষয়গত বোধ ও অলৌকিক বিশ্বাসকে অবলম্বন করে গ্রামবাংলার মানুষ বিভিন্ন ধরনের লোকগান বেঁধেছে। তবে বাংলা লোকসঙ্গীতের একটা বড়অংশে বিশেষত লোকসংস্কারগত আচার-অনুষ্ঠান ই প্রাধান্য পেয়েছে।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলার লোকসঙ্গীতকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন,

যথা — ১. আঞ্চলিক লোকসঙ্গীত, ২. ব্যবহারিক লোকসঙ্গীত, ৩. আনুষ্ঠানিক লোকসঙ্গীত, ৪. প্রেম-সঙ্গীত, ৫. কর্মসঙ্গীত, ৬. ঘটনামূলক সঙ্গীত, ৭. বিবিধ সঙ্গীত — প্রভৃতি। এই 'ব্যবহারিক লোকসঙ্গীত'-এর অন্তর্ভুক্ত হল 'বিবাহ গীতি' বা 'বিবাহের গান', এই 'বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা' এক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়।

❖ ব্যবহারিক লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা ও প্রয়োগ ক্ষেত্র : -

'ব্যবহারিক লোকসঙ্গীত' তথা 'ব্যবহারিক সঙ্গীত'-কে ইংরেজিতে **'Functional Song'** বলা হয়। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ব্যবহারিক লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা দিতেগিয়েবলেছেন —

'যে-সকল লোক-সঙ্গীত পারিবারিক জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনে

বৎসরের যেকোন সময়ই গীত হইতেপারে, তাহাদিগকেসাধারণ ভাবে

ব্যবহারিক সঙ্গীত **(Functional Song)** বলা যাইতে পারে।'

['বাংলার লোক-সাহিত্য' (তৃতীয়খণ্ড : গীত ও নৃত্য)

— ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য

(পৃষ্ঠা : ৩৬০)]

বাংলার সর্বত্রই এই ব্যবহারিক লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন রূপ প্রচলিত ছিল এবং এখনও এলাকা বিশেষে প্রচলিত রয়েছে। এই ধরনের সঙ্গীতের সুনির্দিষ্ট একটি ব্যবহারিক প্রয়োজন আছে। পারিবারিক জীবনের বিশেষ ব্যবহারের মধ্যেই এই সঙ্গীতের স্থান, 'বিবাহ সঙ্গীত'-ই এই ধরনের লোকসঙ্গীতের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বাঙালি সমাজে হিন্দু এবং মুসলমান — উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হওয়া থেকেই বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়এবং দুই সমাজেই বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালনের পরিপ্রেক্ষিতে সেই আচার সংক্রান্ত বিভিন্ন গান গাওয়া হয়ে থাকে। এই বিবাহ-সঙ্গীতগুলির একটি আচারগত মূল্য আছে। বিবাহ-অনুষ্ঠানের সঙ্গে পারিবারিক জীবনের কল্যাণ, নববিবাহিত দম্পতির ভবিষ্যৎ সন্তান-লাভের শুভ কামনা — সবই জড়িয়ে থাকে।

❖ বিবাহ-গীতিমূলত মেয়েলি সঙ্গীত : -

শোক-সঙ্গীত ব্যতীত ব্যবহারিক সঙ্গীতগুলি, বিশেষত বিবাহের গানগুলিমূলত 'মেয়েলি সঙ্গীত'। 'মেয়েলি সঙ্গীত' বলতেমূলত নারীকেন্দ্রিক গান বা লোকসঙ্গীতকে বোঝায়, যা সাধারণত গ্রামীণ পরিবেশে নারীদের দ্বারা পরিবেশিত হয়। মেয়েলি সঙ্গীত পারিবারিক ও সামাজিক আচার-

Scotopia: বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

অনুষ্ঠানে মূলত গ্রামের মেয়েও মহিলারা একক বা দলবদ্ধভাবে পরিবেশন করেন। তারাই এই গানের রচয়িতা, ধারক ও বাহক। এই গানগুলি গ্রামীণ নারীদের জীবন ও অনুভূতির প্রতিচ্ছবি। এই ধরনের গানের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। এর একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে 'বিয়ের গান'।

❖ বিবাহ-গীতিতে নারীর ভূমিকা : -

বিবাহের গানগুলি কেবল বিয়েবাড়ির বিনোদন নয়, কেবল বিয়েতেই গাওয়া হয়—এমন ও নয়; এই গানগুলি আসলে নারীর বেঁচে থাকার ভাষা, নীরব অথচ গভীর আত্মপ্রকাশের এক উপায়। বিয়ের গানের সুর প্রাণস্পর্শী ও প্রাকৃতিক। এই গানগুলি বিবাহ-সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও এই বিশিষ্ট সুরের ভাষায় নারী মনের আবেগ-উৎকন্ঠা-আনন্দ-

বেদনা-হাসি-কান্না-সুখ-আনন্দের প্রকাশ ঘটে। আবার পাশাপাশি, নতুন দাম্পত্য জীবনের মধুরতা, রোমাঞ্চ, প্রেম-ভালোবাসার সুর, হাসি-ঠাট্টা, পরস্পরকে চেনার আনন্দ মিশে থাকে গানের কথায়, প্রচলিত সুরে।

বেশিরভাগ বিয়ের গানেই জড়িয়ে থাকে নারীর পিতৃগৃহ ত্যাগ এবং আরেক পরিবারে গমনের অনিবার্য বিচ্ছেদ অথচ রোমাঞ্চ, বেদনাময় আকাঙ্ক্ষা — ভরসাহীন ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি, আত্মবিচ্ছেদ; ভয়, ভালোবাসা আর গোপন উদ্বেগ। শুধু যে কনে-কে কিংবা কনেপক্ষের আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই গান গাওয়া হয়, তা নয়। বরপক্ষের আচার-অনুষ্ঠানেও পরিবারের সদস্যা বা আত্মীয়ারা এবং প্রতিবেশিনীরা একত্রিত হয়ে গান করেন, তবে সেক্ষেত্রে বরকে কেন্দ্র করে হাসি-ঠাট্টা, রঙ্গ-তামাশাই বেশি প্রাধান্য পায়। এই বিয়ের গানের পঙ্ ক্তি গুলো কখনও হাসায়, কখনও কাঁদায়, কখনও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে, ভাবায়। বিয়ের গীত এমন সঙ্গীত — যা নারীর জীবনযাপনের উপায়, গ্রামবাংলার নারীকুলের অভিজ্ঞতার সাংকেতিক ভাষা। তাতেপুরুষের অংশগ্রহণ ঐতিহ্যগতভাবেই কম। কালেভদ্রে তৃতীয় লিঙ্গের কোনোমা নুষ কিংবা কোনো কোনো রসিক পুরুষ অংশ নেন বটে কিন্তু গানের মেজাজ, ভাষা ও অভিব্যক্তির কেন্দ্রে থাকেন নারী। সেখানে নারীই মুখেমুখে রচনা করেন গীত, পরিবেশন ও করেন স্বতঃস্ফূর্ত, আঞ্চলিক স্বরেও সুরে— যা পরম্পরাক্রমে অর্জিত। তাতে বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয়না নৃত্য প্রশিক্ষণের। বিশেষ তালিম না-নিয়েও কেমন করে বিবাহ-সঙ্গীতের শিল্পী হয়ে ওঠেন যে-কোনো নারী, তা এক বিস্ময়।

বিয়ে উপলক্ষে যে-সব আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়, সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন নামেও পর্বে বিভক্ত, যেমন — হলুদ কোটা, গায়েহলুদ, মেহেন্দি, সোহাগ মাগা, জলভরন, গঙ্গা নিমন্ত্রণ, বর-কনে স্নান, কনে সাজানো, নান্দীমুখ, বরবরণ, বাসর, বরের সঙ্গে কৌতুক, বাসি বিয়ে, কন্যাবিদায়, বধূবরণ, ভাত-কাপড়, বৌভাত, দ্বিরাগমন ইত্যাদি। এর প্রায় প্রতিটি পর্বেই নারীদের মুখে বিবাহ-সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

❖ বিবাহ-সঙ্গীতের পরিবর্তনশীলতা : -

বিয়ের গানে পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এক ই বিয়ের গানে এক-দুই লাইন ঠিক রেখে নিজেদের জীবনযাপনের সাপেক্ষে কথা যুক্ত করা হয়। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবং এলাকাভেদে মাঝে মাঝে কথা ও সুরের রকমফের ঘটে থাকে। অতুল সুর তাঁর 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস' গ্রন্থে এ-দেশীয় বিয়ের ইতিহাস বর্ণনায় বলেছেন, কীভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের রীতি-নীতি, ভৌগোলিক অবস্থান এবং সংস্কৃতি অনুযায়ী পাল্টেছে। বিয়ের আচারের মধ্যেই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গানের ব্যবহারে বদল এসেছে, আবার অর্থ বদলেছে বিয়ের গানের ও। মানুষের জীবনধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত সংশ্লিষ্ট সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনশীলতা খুব স্বাভাবিক। বিবাহ-সঙ্গীতের সুর তো বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে তালিম নিয়ে আয়ত্ত করতে হয়না বা করা সম্ভবপর নয়, বরং স্থানীয়

Scotopia: বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

মৌখিক ভাষার যে প্রচ্ছন্ন টান, তার ই প্রলম্বিত রূপ সুর হয়ে ফোটে। সুতরাং, দুটি ভিন্ন এলাকায় গাওয়া একই গানের রূপভিন্নতা ঘটতে পারে।

❖ অঞ্চলভেদে বিবাহ-সঙ্গীতের রূপভেদ ও নারীর ভূমিকা : -

শহর ও আধুনিক শহুরে, আভিজাত্যপূর্ণ জীবনযাত্রার বিকাশ হওয়ার ফলে এবং গ্রাম সমাজের পরিসর কমার কারণে বিবাহ-সঙ্গীতগুলি ক্রমশ অবলুপ্তির পথে। বাংলার কিছু নির্দিষ্ট গ্রাম্য ও শহরতলি অঞ্চল ব্যতীত বিবাহের গান আজ প্রায় সর্বত্রই লুপ্ত হয়েছে। ফলে দুই বাংলার যে যে-অঞ্চলে এখনও বিবাহ-সঙ্গীতের চল রয়েছে, তার মধ্যে পশ্চিম সীমান্তবর্তী পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রাম জেলার; পূর্ব মেদিনীপুর জেলার; জঙ্গলমহলের; হুগলি জেলার; উত্তরবঙ্গের; পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং মেদিনীপুর জেলার মুসলমান সমাজের বিবাহ-সঙ্গীতের টুকরো টুকরো অংশ এবং তাতে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল —

➢ পুরুলিয়া জেলার বিবাহ-সঙ্গীতে নারীদের ভূমিকা : -

ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্ব সীমানায় অবস্থিত ও অযোধ্যা ও বাঘমুণ্ডি পাহাড় দিয়ে ঘেরা পাথুরে-বন্ধুর ভূমির দেশ পুরুলিয়ায় কূর্মী, মাহাতো, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, হাড়ি, বাউরি, বাগদি প্রভৃতি জাতির বাস। বাংলা ভাষার ই এক প্রাদেশিক রূপ এই অঞ্চলের কথ্যভাষা, যা 'কূর্মী উপভাষা' বলে পরিচিত। এই কূর্মী উপভাষাতেই তাদের সঙ্গীত রচিত হয়। বিবাহ-সঙ্গীত ই তাদের একমাত্র আচার। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরোহিত এসে মন্ত্রোচ্চারণ করেন ঠিকই কিন্তু মুখ্য আচারগুলি এখনও সঙ্গীতকে অবলম্বন করেই পালন করা হয়। এই বিবাহ-সঙ্গীতগুলি প্রধানত মেয়েলি সঙ্গীত। এই অঞ্চলের স্থানীয়ভাষায়একটি প্রবাদ শুনতে পাওয়া যায়— 'বিহা ঘরে ম্যায়া রাজা।' অর্থাৎ যে-বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হচ্ছে, সেখানে মেয়েদের ই রাজত্ব। নিম্নে পুরুলিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে মেয়েদের গাওয়া বিবাহ-সঙ্গীত কীভাবে মিশে রয়েছে, তার কয়েকটি নমুনা উপস্থাপিত করা হল —

বিবাহের দিন পনেরো আগে থেকেই পাত্রপক্ষের বাড়িতে প্রতিবেশিনীরা একসঙ্গে এসে মিলিত হয়ে গান গাইতে শুরু করেন —

'বাবুকে যে বিহ্যা দিইভ রাজার বিটির সঙ্গে গো।
সনাব বাঁধা পাল্কী দিইভ রাস্তায় চ্যইলে যাতে গো।।' — পুরুলিয়া

['বাংলার লোক-সাহিত্য' (তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য)
— ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য
(পৃষ্ঠা : ৩৬১)]

নিজের পুত্র সন্তানের বিয়ে নিয়ে প্রতিটি মায়ের মনেই কিছু আকাঙ্খা থাকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা চালিত সেইসব মায়েরাও চান, তাদের 'সাত রাজার ধন এক মানিক' যেন কোনো ধনী পরিবারের জামাতা হয়, ছেলেযেন সাজানো-গোছানো দামি পাল্কীতে চড়ে বিয়ে করতে যেতে পারে

Scotopia: বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

অর্থাৎ তার বিয়েতে যেন কোনো খামতি না-থাকেইত্যাদি। মায়ের মনের এই সুপ্ত আকাঙ্খা ই এই সমবেত মেয়েলি সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

আবার কন্যার বিবাহের ক্ষেত্রে এই গানের পরিবর্তে শুনতে পাওয়া যাবে—

'মিনিকে যে বিহ্যা দিইভ রাজার বেটার সঙ্গে গো।

রূপার বাঁধা পাল্কী দিইভ রাস্তায় চ্যইলে যাতে গো।।' — পুরুলিয়া

['বাংলার লোক-সাহিত্য' (তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য)

— ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য

(পৃষ্ঠা: ৩৬২)]

শুধু পুত্র সন্তান নয়, কন্যা সন্তানের মায়েদের মনেও তাদের কন্যার বিবাহ নিয়ে বিভিন্ন স্বপ্ন-আকাঙ্খা ইত্যাদি থাকে। তারাও চান যে, কন্যা যেন কোনো ধনী পরিবারের পুত্রবধূ হয়, তারাও কন্যাকে রূপার পাল্কীতে চড়িয়ে কন্যা বিদায় করতে চান। তাই কনেপক্ষের বাড়িতেএই সমবেত মেয়েলি সঙ্গীত শোনা যায়।

তারপর বিবাহের কথাবার্তা আরো এগোলে কন্যার পিতা যখন পাত্রকে আশীর্বাদ করে ঘরে ফেরেন, তখন কন্যা বুঝতে পারে যে, পিতৃগৃহে তার মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে, তার বিদায় নেওয়ার দিন আসন্ন। তখন আসন্ন বিদায়-যন্ত্রণায় তার মন বিষণ্ন হয়ে ওঠে। মেয়েরা তখন গানের ভিতর দিয়ে কন্যার হয়ে কন্যার পিতাকে অনুযোগ জানায়—

'পাশা খেলতে গ্যেলি বাপু জুহা খেলতে গেলি হে,

কেনে বাপু বিটি হারিলে।

গায়ে মোষিনী বাবা স্যেহ না হারিলে

ক্যেনে, বাপু, বিটি হারিলে।' — পুরুলিয়া

['বাংলার লোক-সাহিত্য' (তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য)

— ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য

(পৃষ্ঠা: ৩৬২)]

অর্থাৎ, বাবা, তুমি পাশা বা জুয়া খেলতে গিয়ে কেন তোমার মেয়েকে হারিয়ে আসলে? গাঁয়ে এত মহিষ থাকা সত্ত্বেও তুমি, তোমার মেয়েকেই হারিয়ে আসলে? সেই মহাভারতের যুগ থেকেই যে পরিবারের মহিলাদের পাশা বা জুয়া খেলায় বাজি রাখা হয়, একটি মেয়ের মূল্য তার বাবার কাছে যে একটি মহিষের থেকেও কম — একটি মেয়ের কাছে এই বাস্তব সত্যটা কতখানি হৃদয়বিদারক এবং সেজন্য তার পিতার প্রতি যে অভিমান, অনুযোগ — তা এই মেয়েলি সঙ্গীতের মধ্য দিয়েফুটে উঠেছে।

তারপর পিতার হয়ে আবার গানের মধ্য দিয়েই মেয়েকে, ঐ গায়িকারা জবাব দেন —

Scotopia: বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

'গাঁয় মোষিনী, বিটি, ঘরের শিরোমণি,
তুমি বিটি পরের অধীন।' — পুরুলিয়া

['বাংলার লোক-সাহিত্য' (তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য)
— ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য
(পৃষ্ঠা: ৩৬২)]

অর্থাৎ, গাঁয়ের মহিষ গৃহস্থ কৃষকের ঘরের অলঙ্কার, চাষের কাজে ভীষণ প্রয়োজনীয় কিন্তু ওগো মেয়ে, তুমি পরের অধীন — যে-কোনো সমাজেই যে মেয়েরা 'পরের সম্পত্তি', তাই বাড়ির মহিষকে বাজি রাখা যায় না কিন্তু নিজের কন্যা সন্তানকে বাজি রাখা যায়— এই নির্মম সত্যটাই কন্যার পিতার ভাষ্যে ঐ গায়িকার তাদের গানের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

বিবাহের নির্দিষ্ট দিন যত এগিয়ে আসে, পাত্রীর বিষণ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়েরা তখন গেয়ে থাকেন —

'দশমাস দশদিন উদরে রাখিলে মাগো,
লালন পালন ক্যরে, মাগো, হামারে বাড়ালে,
এখন, আপন গোত্র ছ্যাড়্যে, মাগো, পরের গোত্রে দিলে,
এমন নিঠুর হিয়া, গো মা, পাষাণে বান্ধিলে,
ভ্যুল না ভ্যুল না, মাগো, ভ্যুল না আমারে।।
কে সংসারের মাঝে, মা গো, তুমি না হইলে।।' — পুরুলিয়া

['বাংলার লোক-সাহিত্য' (তৃতীয়খণ্ড : গীত ও নৃত্য)
— ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য
(পৃষ্ঠা : ৩৬৪)]

একটি মেয়ে ছোটবেলা থেকে যে-পরিবারে বড় হয়ে উঠেছে, যে গোত্র বহন করে এসেছে— একদিন হঠাৎ করেই সেই পরিবার ছেড়ে, সেই গোত্র ত্যাগ করে যেতে হলে মেয়েদের মনে তার পরিবারের মানুষদের প্রতি, বিশেষত মায়ের প্রতি যে-অভিমান জমাট বাঁধে— এই গানের প্রতিটি ছত্রে সেটাই ফুটে উঠেছে।

তারপর শুনতে পাওয়া যায় 'লগ্ন বাঁধা'-র গান। লগ্ন-বাঁধা বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ আচার। কোনো মেয়ের লগ্ন বাঁধা অর্থাৎ লগ্ন অনুযায়ী বরণ করা হলে তাকে আর কোনো পাত্র গ্রহণ করতে পারেনা। এই গানে একটু গালাগালির কথা শুনতেপাওয়া যায়—

Scotopia: বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

‘লগনাকে বাঁধ রে কুকুরের ল্যেজে, দেখি কি তামাসা লাগে।’ — পুরুলিয়া

[‘বাংলার লোক-সাহিত্য’ (তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য)
— ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য
(পৃষ্ঠা : ৩৬৪)]

বিবাহের পর কন্যা বিদায়ের সময় কনেপক্ষের তরফ থেকে মেয়েরা গেয়ে থাকেন —

‘মায়ে হামায় পশল যতন করি, যেশন গিয়া গাগরী,
বাবা হামার বেঁচল বাহিঁই ধরি
সে সন্দেহে বাঁচালি হে।’ — পুরুলিয়া

[‘বাংলার লোক-সাহিত্য’ (তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য)
— ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য
(পৃষ্ঠা : ৩৬৭)]

তারপর শ্বশুর বাড়িতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই পাত্রের বাড়ির মেয়েদের, পাত্রীকে তার রূপ নিয়ে নিন্দা করে গেয়ে ওঠা, গানের মাধ্যমে শাশুড়ির সামনে মাথা নোয়াবার নির্দেশ দেওয়া ইত্যাদি সব কিছুই আজন্ম লালিত পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিফলন। গানগুলি যারা গেয়ে থাকেন, তারা নিজেরাও শ্বশুরবাড়িতে এই ধরনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অসম্মান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনার শিকার হয়েছেন বলে পূর্ব অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে গানগুলির মাধ্যমেই নিজেদের যন্ত্রণা ব্যক্ত করেন এবং নববধূকেও এই যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

➢ ঝাড়গ্রাম জেলার বিবাহ-সঙ্গীতে নারীদের ভূমিকা : —

ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন গ্রামে বিবাহের নানাবিধ আচার পালনের সময়এক-একটি আচার-অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে যে ভিন্ন ভিন্ন মেয়েলি সঙ্গীত গাওয়া হয়, নিম্নে তার দু’-একটি নিদর্শন দেওয়া হল —

কন্যা শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার সময় নিম্নে উল্লেখিত গান গাওয়া হয়ে থাকে—

‘মাকে যে বলেছিলে দুধের পখুর দিতে,

Scotopia: বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় দুধ খেয়ে লিতে।

বাবাকে যে বলেছিলে আম জাম রুয়ে,

শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় জড়া পিড়ে লিতে।

মা কাঁদে মাঝিয়ে ঘরে

বাবা কাঁদে ভিতর ঘরে

পিঠের ভাই কাঁদে রনামেরো ভাই।।' — বেলপাহাড়ি (ঝাড়গ্রাম)

['বাংলার লোক-সাহিত্য' (তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য)

— ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য

(পৃষ্ঠা: ৩৭১)]

বিবাহের পর কনে যখন শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, সেই বিদায়ক্ষণে তার মা-বাবা-ভাইয়ের মানসিক অবস্থা এই গানের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে।

শৈশব থেকে বেড়ে ওঠা পরিবার-পরিজন, মা-বাবাকে ছেড়ে শ্বশুরবাড়ির অপরিচিত পরিবেশে গিয়ে নববধূর কেমন মানসিক অবস্থা হয়, তা নিম্নোক্ত গানের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে—

'জড়িপাতা নড়ে চড়ে মাকে আমার মনে পড়ে।

মাগো! কেমনে রহিব শ্বশুরঘরে।

আমরা বলি বিয়া, কবে আমার মেয়ের বিয়া

এবারে মেয়ে চলিয়া গেলে মাকে মনে পড়ে। — বেলপাহাড়ি (ঝাড়গ্রাম)

['বাংলার লোক-সাহিত্য' (তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য)

— ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য

(পৃষ্ঠা: ৩৭৩)]

➢ পূর্বমেদিনীপুর জেলার কাঁথি অঞ্চলের বিবাহ-সঙ্গীতে নারীদের ভূমিকা : —

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি অঞ্চলে বিয়ের পরের দিন কনে বিদায়ের সময় বর-কনে পাল্কীতে বসার পরে চারজন বেহারা পাল্কী কাঁধে তুলে তিনবার পাল্কী ঘোরায়, যাতে কনের দিগ্‌ভ্রান্তি ঘোচে। বাপ-মাকে ছেড়ে যাবার জন্য কনের প্রাণের বেদনা, কান্না হয়ে ফুটে উঠেছে গানটির মধ্যে।

Scotopia: বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

‘বাপ বসিথিলে উঁচ পিঞ্জার,

টংকা গনিলেন কুঁচ কানির।

যঁহু যঁহু টংকা চহক দিশে,

বাপার মনেতে লুভযে বসে।।’ — কাঁথি (পূর্বমেদিনীপুর)

[‘লোক সঙ্গীত বিভাকর’ (প্রথম খণ্ড)

— সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়

(পৃষ্ঠা: ২৮০)]

➢ জঙ্গলমহলের বিবাহ-সঙ্গীতে নারীদের ভূমিকা : —

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশের পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার একটি অংশ এবং ছোটনাগপুর মালভূমির বনজঙ্গল ও পাহাড়সংলগ্ন সমগ্র জঙ্গলমহলের একটা দীর্ঘ অংশ জুড়ে কূর্মী-মাহাতো সম্প্রদায়ের অবস্থান। এই সম্প্রদায়ের বিয়ের অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ হল সঙ্গীত বা গান, এগুলি ‘বেহা-গীত’ নামে পরিচিত। এই বেহা-গীতের সুর সর্বদাই করুণ, এমনকি ঠাট্টা-তামাশার গান হলেও হাস্যরসের আড়ালে যেন একটা করুণ রস জড়িয়ে থাকে। আসলে বিবাহ একটি আনন্দ-অনুষ্ঠান হলেও বিবাহের পর কনেবিদায়ের কারণে কনেপক্ষের বাড়িতে আনন্দের মাঝে একটা বিষণ্ণতাও যেন সর্বক্ষণ ঘিরে থাকে। যে-সকল মহিলারা যৌথভাবে গানগুলি গেয়ে থাকেন, তারাও ব্যক্তিগত জীবনেএক ই করুণ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়ার দরুণ গানের সুরগুলি যেন আরো করুণ হয়ে ওঠে।

বিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে দেখাশোনা শুরু হলেই কনে বুঝে যায়, তার জীবনের নতুন দিক পরিবর্তন হতে চলেছে। তার মনের অবস্থা নিয়ে তখন যে-গান গাওয়া হয়, তা হল —

‘নদীয়া কা ধারে ধারে কুইলিকা শবদ গ

আস কুইলি বস নিম ডালে গ

পালঙ্কে বসে আছেন মোর যে বাবা গ

শুন বাবা কুইলির শবদ গ।’ — জঙ্গলমহল

মেয়ের বাবার মন ও ভারাক্রান্ত। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে— তা যেমন আনন্দের, তেমনি দুঃখের ও। তাই বাবার মন ও ব্যথাতুর। তার মনের কথাই গান হয়ে ওঠে এইভাবে—

‘কিঅ শুনিব মা কুইলির শবদ গ

আঁখি মোর চরকিছে ছাতি মোর বিদুরিছে গ।’ — জঙ্গলমহল

Scotopia: বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

পণ নিয়ে দর কষাকষির গান ও গেয়ে থাকেন মহিলারা —

'মালিনীর বাড়ি এ রুপল বাইগন,
দশ টাকা দিব মাল্যান লিব বাইগন
নাই লিব দশ টাকা নাই দিব বাইগন
নাই লিব বিশ টাকা নাই দিব বাইগন।' — জঙ্গলমহল

এখানে পাত্রীকে যেন বেগুনের রূপকেই দেখানো হয়।

পিতা কেবল চান, মেয়ে যেন শ্বশুরবাড়িতে সচ্ছলভাবে ভাত-কাপড় পায়। উদ্বিগ্ন কনের পিতা, বর ও বরপক্ষকে তাই অনুরোধ করেন, মেয়ের যেন কখন ও ভাত-কাপড়ের অভাব না হয়। সেই সম্পর্কেও গান গাওয়া হয়—

'বাবা এ মোর সমুদয় দেশ ডাকিয়ে গ
মা এ মোর সমুদয় দেশের পাশে গ
অন্নবস্তুর না হয় যেমন জ্বালা গ
অন্নর জ্বালা পরভূ বহুত জ্বালা গ বস্তুর বিনে বড় মানে হীন।' — জঙ্গলমহল

➢ হুগলিজেলার বিবাহ-সঙ্গীতে নারীদের ভূমিকা : —

হুগলি জেলা মূলত রাঢ়বঙ্গের অংশ। এই জেলার একটি বিবাহ-সঙ্গীত নিম্নে উল্লেখ করা হল, যেখানে কনে বেল পাতা দিয়ে শিব ঠাকুর কে পুজো করেছিল বলেই ভালো বর পাওয়ায় তার জীবন সফল — গানের মাধ্যমে এ-কথাই বলা হয়েছেএবং মহিলারা, বিয়ের কনের সঙ্গে গানের মাধ্যমে রঙ্গ-তামাশায় মেতে উঠেছে—

'আজি তোর জীবন সফল
পূজেছিলি পশুপতি দিয়ে বিল্বদল।
তুই যেমন লো রসবতী
পেয়েছিস লো রসিক পতি
সুখে থাক, ও যুবতী, রঙ্গে ঢলঢল।' — হুগলি

['বাংলার লোক-সাহিত্য' (তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য)

Scotopia: বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

— ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য

(পৃষ্ঠা: ৪১২)

হুগলি জেলার আরামবাগ অঞ্চলে মুণ্ডেশ্বরী নদীর পাড়ে কয়েক ঘর আদিবাসী পরিবারের বাস। তাদের বিবাহ-অনুষ্ঠানে কন্যার মা, বরের হাতে কন্যাকে সঁপে দেওয়ার সময়কালে মহিলারা সমবেত কণ্ঠে যে-গান গেয়ে থাকেন —

'খাওয়াইলাম্, দাওয়াইলাম্, যতন করিলাম,
এ্যতটুকু থিকে এ্যত বড় করিলাম। শেষে
তুহার হাতে সঁপে দিলাম। দেখিস্ বাপ যতন করিস্...।' — হুগলি

['লোক সঙ্গীত বিভাকর' (প্রথম খণ্ড)
— সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়
(পৃষ্ঠা: ২৮২)]

➢ উত্তরবঙ্গের বিবাহ-সঙ্গীতে নারীদের ভূমিকা : —

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের বিবাহ-সঙ্গীত গুলি নিম্নরূপ —

কন্যাপক্ষের এয়োতিরা কন্যার গায়ে হলুদ মাখিয়েও সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। কারণ, হলুদ মাখানোর পরে কন্যাকে যতখানি সুন্দর দেখানো উচিৎ ছিল, তা হয়নি। তাই গানের মাধ্যমে তাদের অনুযোগ ব্যক্ত করছেন —

'কাঁচো কাঁচো হল্‌দা
অঙে নাহি উঠে গে
ছি গে ছি, নারীর বেটী
ছিরি নাহি উঠে গে।
হলদির জন্ম কানঠে গে
হলদির জন্ম বাপো ভাইয়ার ঘরে গে।
ছি গে ছি নারীর বেটী
ছিরি নাহি উঠেগে।' — উত্তরবঙ্গ

['লোক সঙ্গীত বিভাকর' (প্রথম খণ্ড)

Scotopia: বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

— সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়

(পৃষ্ঠা: ২৭৪-২৭৫)]

কাঁচা হলুদ যে শুধুমাত্র কোনো মঙ্গল-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'শুভ' উপাচার সামগ্রী — তা নয়, বিবাহের দিন সকালে বর-কনে— উভয়কেই, বিশেষত কনেকে কাঁচা হলুদ বাটা মাখিয়ে স্নান করানোহয়, যাতে তার গাত্রবর্ণ আরো উজ্জ্বল হয়, বর ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যেন তার গায়ের রঙ নিয়ে কোনো খোঁটা দিতে না পারে। সেক্ষেত্রে হলুদ মাখানোর পরেও কন্যাকে যতখানি সুন্দর দেখানোর কথা ছিল, ততখানি সুন্দর না-দেখানোয় মহিলারা স্বাভাবিকভাবেই বিরক্তি প্রকাশ করে গান শুরু করেন।

কন্যা সম্প্রদান কালে পিতার জবানিতে এয়োতিরা কন্যার উদ্দেশ্যে বলেন — 'আজ থেকে তুমি কুল ও গোত্রের বহির্ভূত হয়ে গেলে।'

'সুতা-হরিতকী হাতে নিয়া দয়াল বাবা
করে জোড়ো হাতো রে,
আজি হতে হলো বেটী
কুলেরো বাহিরো রে।
কি ওরে দয়াল বাবা রে।।
ঘাড়ের গামছা হাতে নিয়া
দয়াল বাবা মুছে চোখুর পানিরে,
কি ওরে দয়াল বাবা রে।
আজি হতে হলো বেটী
গোতের বাহিরো রে।
কি ওরে দয়াল বাবা রে।।' — উত্তরবঙ্গ

['লোক সঙ্গীত বিভাকর' (প্রথম খণ্ড)

— সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়

(পৃষ্ঠা: ২৭৬)]

কন্যাকে সম্প্রদান করে দেওয়ার পর তার গোত্রান্তর ঘটে, তাই কন্যার গোত্রান্তর ও তার আসন্ন বিদায়ের কথা ভেবে কষ্ট পাওয়া পিতার অবস্থা এই গানটিতে বর্ণিত হয়েছে।

কন্যার বিদায়কালে মা ও বাবার মনের বেদনা ফুটে উঠেছে নিম্নলিখিত গানটিতে—

'হাত-পা ধুইয়া ময়না

Scotopia: বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

গেলো বাপোর কাছে,

বাবায় তুলিয়া নিলে কোলে;

এমন সুন্দর মাও মোর

পরায় নিগাবে **(**লইয়া যাইবে**)**

ঘর মোর করিয়া যাবে খালি রে

আগোতে খাইসেন বাবা

বাটা ভরা টাকা রে;

এলায় কেনে কান্দেন বাবা

দববারে বসিয়া রে**!'** — উত্তরবঙ্গ

['লোক সঙ্গীত বিভাকর' (প্রথম খণ্ড)

— সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়

(পৃষ্ঠা: ২৭৭)]

কন্যার আসন্ন বিদায়ের কথা ভেবে একদিকে বাবার মনের অবস্থা করুণ হয়েউঠছে কিন্তু অন্যদিকে তিনি আবার বরপণ নেওয়ার দরুণ কন্যাকে অপর হস্তে সম্প্রদান করতে বাধ্য, তাই অভিমানী কন্যা, পিতার প্রতি সরাসরি অনুযোগ জানিয়েবলে— কন্যার বিদায়-বেদনায় মর্মাহত হলে তাহলে বরপণ নিয়েছিলেন কেন?

কন্যা সম্প্রদানকালে কন্যার হতভাগ্য পিতার বিষণ্ন হৃদয়ের ভাষ্য রূপে উত্তরবঙ্গের কোচবিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে গাওয়া হয়—

'বালির বাবা মন্দিরের আগোৎ জোড়কসালের গচ,

একটা কসাল ছিঁড়িয়া বাবা সম্প্রদান করে।

সম্প্রদান করে বাবা মোচে চউখের পানি,

আজি হতে মোর মন্দির হইল খালি,

আজি হতে মোর কোল হইল খালি।' — কোচবিহার

['বাংলার লোক-সাহিত্য' (তৃতীয়খণ্ড : গীত ও নৃত্য)

— ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য

(পৃষ্ঠা: ৩৭৩)]

Scotopia: বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

➢ পূর্ববঙ্গের বিবাহ-সঙ্গীতে নারীদের ভূমিকা : —

পূর্ববাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ) যে-সমস্ত বিবাহের গান প্রচলিত রয়েছে, তা যেমন ব্যাপক, তেমন ই বিচিত্র। নিম্নেএইরূপ কয়েকটি বিবাহ-সঙ্গীত এবং সেই সঙ্গীত গাওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকার নিদর্শন দেওয়া হল —

বিবাহের সর্বপ্রথম আচার আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহের দিন স্থির করা, তাকে 'লগ্নপত্র' বা বিবাহের লগ্ন স্থির করা বলে। সেই উপলক্ষে মেয়েলি কন্ঠে যে-গান শুনতে পাওয়া যায়, তা হল —

'ভাগ্যবতী জামাইর বাপ পণ্ডিত পাঠাইছে
সোহাগিনী কন্যার বাপের বাড়ী রে,
দেও, কন্যার বাপ, বিবাহের কবুল।
আছে তোমার বেটী রে, আছে তোমার ভাইস্তিরে,
দেও, কন্যার বাপ, বিবাহের কবুল।
এরে শুইন্যা কন্যার বাপ পণ্ডিত ডাকিল রে,
পণ্ডিত ডাইক্যা লেইখ্যা দিল তার বেটীর বিয়া রে।
বইস্যা আছে জামাইর বাপ দরবার করিয়া,
পত্র পড়িয়া দেখে তার বেটার বিয়া।' — ময়মনসিংহ (বাংলাদেশ)

['বাংলার লোক-সাহিত্য' (তৃতীয়খণ্ড : গীত ও নৃত্য)
— ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য
(পৃষ্ঠা: ৩৭৭)]

লগ্নপত্রের পর কোনো একটি শুভদিন দেখে আশেপাশের এয়োমহিলাগণ একত্রিত হয়ে 'পানখিল', 'পানখিলি' বা 'পানভাঙ্গানি' নামে এক আচার পালন করেন। এক্ষেত্রে কেউ এসে আলপনা দেন, কেউ মঙ্গলঘট বসান, কেউ-বা ধূপ-দীপ জ্বালেন। তারপর সকলে একসাথে বসে এক-একটি গোটা পান হাতে নিয়ে তাতে খিলি বা একটা করে সরু কাঠি পরিয়ে দেন। প্রথমে বরের বাড়িতে এবং পরে কনের বাড়িতে এই আচার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মেয়েলি সঙ্গীত এই আচারের একটি অপরিহার্য অঙ্গ —

'পুরবাসিগণ, সুপারি কাট গো নারীগণ।
আইস আইস আইস মিলি— আইসা দাও পান খিলি
যার হস্তে সোনার কাটারী, সে আইসা কাটে সুপারি।' — ময়মনসিংহ (বাংলাদেশ)

Scotopia: বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

['বাংলার লোক-সাহিত্য' (তৃতীয়খণ্ড : গীত ও নৃত্য)

— ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য

(পৃষ্ঠা: ৩৭৭)]

বর-কনের 'শুভদৃষ্টি'-র সময় উচ্ছ্বসিত হয়ে মহিলারা কৌতুকের সঙ্গে যে-গান গেয়ে থাকেন, তা হল —

'হের গো সবে যুগল মিলন
কর সফল নয়ন।।
শ্যামের বরণ কালোরাই করেছে আলো
আবার হেসে চেয়ে আছে মরি কি মোহায়।।
শ্যাম পানে চেয়ে রাধায় আখি হানে গো
হের গো সবে যুগল মিলন।।' — ঢাকা (বাংলাদেশ)

['লোক সঙ্গীত বিভাকর' (প্রথম খণ্ড)

— সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়

(পৃষ্ঠা: ২৬৭)]

কন্যাবিদ্যায়-এর গানগুলি বিবাহ-সঙ্গীতের মধ্যে যেমন বাস্তব, তেমন ই করুণ। জীবনরস, মহিলাদের নিজেদের জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্পর্শেএই গানগুলি সমুজ্জ্বল।

নিম্নোক্ত সঙ্গীতটি বিদায়কালীন গান, গানটি কন্যা নিজে গেয়ে থাকে। এই প্রকার সঙ্গীত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত রয়েছে, একে **'Bridal farewell song'** বলে—

'দেখ গো দয়ার সাত ভাই দুই নয়ন মেলিয়া,
কালি যে আছিলাম গো সাত ভাই
তোমরার উর ভরা।
আজু উতি যে যাইবাম গো সাত ভাই
তোমরার উর খালি॥
দেখ গো দয়ার মাওজান দুই নয়ন মেলিয়া;
কালি যে আছিলাম গো মাওজান
তোমরার উর ভরা,
আজু উতি যে যাইবাম গো মাওজান
তোমরার উর খালি॥' — ময়মনসিংহ (বাংলাদেশ)

Scotopia: বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

['বাংলার লোক-সাহিত্য' (তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য)

— ডক্টর শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য

(পৃষ্ঠা: ৪২৫)]

পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিবাহ-সঙ্গীতে কন্যাবিদায়-এর সময় নিম্নোক্ত সঙ্গীতটি করুণ সুরে মহিলাদের কণ্ঠে গীত হয়—

'মন বিন্ধাইলাম বনে বনে
আরো কান্দন কান্দে গো মায়'ও বনে বনে
আরো কান্দন কান্দে গো মায়'ও নিরলে বসিয়া
আরো কান্দন কান্দেগো মায়'ও ঠান্ডাতে বসিয়া
মায়'ও যদি দরদি হইত
কোলের ঝিধন মায়'ও কোলেতে রাখিত
রাইজ্যের এলেম দুলা রাইজ্যে চইলা যাইত
দেশের এলেম দুলা দেশে চইল্লা যাইত ...' — ব্রাহ্মণবাড়িয়া (বাংলাদেশ)

ঐ অঞ্চলেরই কন্যাবিদায়-এর আরেকটি সঙ্গীত কন্যার পিতার ভাষ্যে মহিলাদের কণ্ঠে করুণ সুরে গীত হয়—

'পাটের শাড়ি পিইন্ধা গো ঝি ধন
বাবার ছানমন খাড়া গো ঝিধন, বাবার ছানমন খাড়া
হাইস্য মুখে দেও বিদায় বাবা
যাইতাম পরের ঘরে ও বাবা, যাইতাম পরের ঘরে
কারো লাগি পালছিলাম ঝি ধন
রাজার চারকি কইরা গো ঝি ধন, বাদশাহর চারকি কইরা
পরের পুতে লইয়া না যায় গা ঝি ধনরে বুকে ছেল দিয়া ...' — ব্রাহ্মণবাড়িয়া

➢ মেদিনীপুর জেলার মুসলমান সমাজের বিবাহ-সঙ্গীতে নারীদের ভূমিকা : —

দুই বাংলার শুধুমাত্র হিন্দু সমাজে নয়, বাঙালি মুসলমান সমাজেও বিবাহ-অনুষ্ঠানে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে মেয়েলি সঙ্গীত গাওয়া হয়। বাঙালি মুসলিম সমাজেও চিরাচরিত হিন্দু সমাজের অনেক লোকাচার পালিত হয়। যেমন : বিবাহের পূর্বে বর-কনেকে আশীর্বাদ করা,

Scotopia: বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

আইবুড়োভাত কিংবা থাল দেওয়া, গায়েহলুদ দেওয়া, জল আনা। মেদিনীপুর জেলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যেএসব লোকাচার দৃষ্ট হয়। নিম্নে দু'-একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল —

নিম্নোক্ত গানটিতে রয়েছে স্নিগ্ধ মধুর ছবি, রয়েছে 'শ্যাম'-এর অনুষঙ্গ, বিয়ের চিঠি লেখার অনুষঙ্গ। স্নিগ্ধ মধুরতার মধ্যেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের আধিপত্য এবং নারীর নত, নম্র হয়ে আপন পুরুষকে সুখী করার মধ্যে সুখ পাওয়ার দিকটি যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'শ্যাম তুমি খাবে চিরকাল' পঙ্‌ক্তিটির মধ্যেদিয়ে—

'যেতে যেতে ঢলে পড়িগো
খুলে যায় মোর এলোচুল
আঁখি ঢুল ঢুল
বধূ একলা ছেড়ে যেও না
হাদরে নাও আলো করে
চরনা ছাড়া ক'রোনা
ও বধূ বস কাছে
হারিও না ডালিম গাছে
কাঁচা ডালিম ভাঙলে রেশন
কিছুই মজা পাবে না।
হয়, যখন পেকে হবে লাল
বধূ ঝুঁকে পড়বে ডাল
শ্যাম তুমি খাবে চিরকাল।
ওরে নীচু দরজা
কলম কাটি, কাটি গো
আমার নওসালাল
বিয়ের চিঠি লেখে গো
চিঠি লিখিতে লিখিতে
তার ঘাম বয়ে যায় গো।' — মেদিনীপুর

নিম্নোক্ত গানটিতে গায়েহলুদের অনুষ্ঠান তথা স্ত্রী আচারের একটি ছবি পাওয়া যায়—

'হলুদ তেলের সুরু বুরু

Scotopia: বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

বাছা রঙে মোর পড়েছে
তেল হলুদের ছটকে
বাছা ঢলে মোর পড়েছে
কোথা ছিল গো ভাবী আমার
তেল পুঁছে লিলে সে
বাবা রঙে মোর পড়েছে
কত সাধের বিয়ে আমার
মনের করিমা'র হাতে যে
কোথা ছিল গো মামি মিঞার
ফুল তুলে লিলে সে।' — মেদিনীপুর

বিয়ের পর যখন কন্যা শ্বশুরালয়ে চলে যায়, তখন মেয়ের বিদায়ের দুঃখে কাতর পিতা-মাতা কান্নায় ভেঙে পড়ে। নিম্নোক্ত গানটিতে সেই যন্ত্রণাকাতর দৃশ্যই ফুটে উঠেছে—

'কাক কাঁদে, কোকিল কাঁদে
আরোশিয়ার বাবা কাঁদে
ভরা ঘর ভাসিয়া।
কাক কাঁদে, কোকিল কাঁদে
আরোশিয়ার বুবু কাঁদে
ভরা ঘর ভাসিয়া।
আরোশিয়ার মা কাঁদে
ভরা ঘর ভাসিয়া।' — মেদিনীপুর

কন্যা তার প্রিয় ভূমি ছেড়ে চিরতরে চলে যাচ্ছে, তাই সে ড্রাইভারকে বলছে— ড্রাইভার যেন আস্তে আস্তে গাড়ি চালায়, যাতে যতক্ষণ অবধি দেখতে পাওয়া যায় তার ফেলে আসা শৈশবের ছবি— নিম্নোক্ত গানটিতে কন্যার সেই অসহায় আবেদন ব্যক্ত হয়েছে।

'আগ্নির ট্যাক্সি জোরে চ'লে
পিছলির ট্যাক্সি আস্তে আস্তে।

Scotopia: বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

ড্রাইভার ভায়া আস্তে আস্তে
চালাও না গাড়ি।
মায়ের কিনানা শুনে যাই।
আগ্নির ট্যাক্সি...
বুবুরও বিনানা শুনে যাই।
বুবুরও কাছে আছে মাথা
বাঁধিবার ফিতা যে
মুখ দেখিবার আয়না যে
মায়ের কাছে আছে
দূরে যাবার জরি যে
ড্রাইভার ভায়া আস্তে আস্তে
চালাও না গাড়ি।' — মেদিনীপুর

❖ উপসংহার : —

সাহিত্য-শিল্পাশ্রয়ী লোকসংস্কৃতির মধ্যে, লোকসঙ্গীতের মধ্যে বিয়ের গান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিয়ের গান অন্তঃপুরের গান। বিয়ের গান নারীদের দ্বারা সৃষ্ট, নারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সমাজ জীবনের চিত্রায়ন। আমাদের সমাজ বিবর্তনের ধারাটি বুঝতে হলে এইসব লোকায়ত গানের দ্বারস্থ হওয়া প্রয়োজন। কেননা, বিবাহপ্রথা ও পদ্ধতিকেভিত্তি করে যে-সব প্রাচীন সংস্কার নিয়ম (convenances) প্রচলিত ছিল বা আছে, তার ইতিহাস আলোচনা করলেই সংশ্লিষ্ট সমাজ সম্প্রদায়ের ইতিহাস অনেকটা বোঝা যায়।

এই বিয়ের গানের ভাঁজে ভাঁজে মিশে আছে বৃহৎ নারীগোষ্ঠীর জীবন, তাদের সংগ্রাম, তাদের সরল সুখ ও অপার দুঃখবোধ। আবার এই গানই নারীর সৃষ্টিশীলতার প্রাণময় নিখাদ-নির্ভেজাল মেয়েলিমনের অজস্র অনুভূতির সুরেলা প্রকাশ এবং নিসর্গের মতোই এই গান একান্তভাবে স্বতোৎসারিত ও প্রত্যাশাবিহীন। নিখাদ ও অকৃত্রিম মনের স্পর্শে আকর্ষণীয় অনন্য দুর্লভতায় ভরপুর। পরিকল্পনা, পরিমার্জনা ও সব ধরনের সংস্কারবিহীন এই খাঁটি নারীমনের হৃদয়োৎসারিত সংগীতের ভঙ্গীমাটি পৃথিবীর সর্বত্র এক। এই বিয়ের গান নারী নিজেই রচনা করে, নিজস্ব পরিমণ্ডলেসীমাবদ্ধ আবেষ্টনীতেই আবার তা পরিবেশন করে— যেন এই সংগীত তার নীরব অস্তিত্বের সরব উন্মোচন, তার স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ধারা, ব্যক্তিত্বের সুরময় অভিব্যক্তি।

গ্রাম্য নারী তার অবস্থানগত কারণেই শিক্ষিত শহুরে লোকের মতো সংগীতের শাস্ত্রসম্মত সুর, কথা ও ভাবের কাব্যিক সৌন্দর্যএবং ভাষার জটিলতা বোঝে না। তার জ্ঞানের পরিধি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মাপকাঠিতে সীমায়িত ও ত্রুটিপূর্ণ। সুরের আবেগ প্রধান পুনরাবৃত্তি, তাল ও লয়হীনতা, আধুনিক যুগের জটিল বিমিশ্রতায় বেড়ে ওঠা শিক্ষিত কানের কাছেএকঘেয়ে ও বিরক্তিকর মনে হতে পারে। কিন্তু মেয়েলিগান আসলে প্রথাবদ্ধ সীমার মধ্যেই আত্মস্ফূরণ ঘটানোর প্রচেষ্টা, তাদের বিশিষ্ট মানস চেতনার পরিচায়ক।

Scotopia: বিবাহের গানে নারীদের ভূমিকা
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

মৌখিকভাবে সৃষ্ট এই বিয়ের গান প্রজন্মান্তরে নারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে, শহরাঞ্চলের বিস্তৃতির কারণে, নারীসমাজের মধ্যে উন্মুক্ত চেতনার প্রসার লাভের কারণে এই বিবাহ-সঙ্গীতের ধারাটি ক্রমশ লুপ্ত হয়েআসছে অথচ মৌখিক গীত হওয়ার কারণে এই গানগুলির মধ্যে বেশিরভাগেরই কোনো প্রামাণ্য লেখ্যরূপ নেই। ফলে ক্রমবিলীয়মান এই বিবাহ-সঙ্গীতের ঐতিহ্যময় ধারাটি এখনই সঠিকভাবে সংগ্রহ করতে না-পারলে কয়েক বছরের মধ্যে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

❖ গ্রন্থপঞ্জি: —

১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ. বাংলার লোক-সাহিত্য *(প্রথম খণ্ড)*. কলকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২.

২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ. বাংলার লোক-সাহিত্য *(তৃতীয়খণ্ড)*. কলকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৬.

৩. গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ. লোক সঙ্গীত বিভাকর *(প্রথম খণ্ড)*. কলকাতা : ফার্মা কে-এল-এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮.

❖ তথ্যসূত্র : —

১. https://bn.banglapedia.org/
২. https://www.prothomalo.com/onnoalo/treatise/cvuarrvuxn
৩. https://www.risingbd.com/interview-news/